REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 18th May 1921. { ১ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে।

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে খরচে [illegible] হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপনদাতাগণের [illegible] কোন পত্রেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	…	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	…	৸৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য বৃদ্ধি! মূল্য বৃদ্ধি!!

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯২১ হইতে হিলিংবামের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এন, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ইউরোপীয় যুদ্ধের বৎসর ১৯১৪ হইতে সকল জিনিষের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তদুপরি সম্প্রতি আবার সরকার বাহাদুরের আজ্ঞায় আমদানী শুল্কের হার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে হিলিংবামের মূল্য অল্প পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। অতঃপর হিলিংবামের মূল্য হইবে বড় ৩৲; মাঝারি ২৸০ ও ছোট ১৻০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৸০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার স্বর্গীয় পিতামহ ৺দয়াচাঁদ বোথরা নামে রঘুনাথগঞ্জে আমার যে কারবার আছে আমি সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া দিতেছি। এই জন্য আমার নিকট যাঁহাদের দেনা আছে তাঁহারা অতি সত্বর তাহা মিটাইয়া দিলে আমি বড়ই উপকৃত হইব। যদ্যপি আমার নিকট কাহারও পাওনা থাকে তাহাও দুই চারি দিবস মধ্যে আমাকে জানাইলে আমি হিসাব দেখিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। মোট কথা দেনা ও পাওনা সত্বর মিটমাট না হইলে ভবিষ্যতে উভয়েরই অসুবিধা। ইতি সন ১৩২৮ সাল ২১শে বৈশাখ।

বিনীত

শ্রীবুধসিং বোথরা।

জেলা মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত।

মোং নং ২। ১৯২১। ১৮৯০। ৮ আঃ ৩১ ধারা।

দরখাস্তকারী শ্রীবিহারীলাল সাহা, নাবালিকা শ্রীএলোকেশী দাসীর সার্টফিকেট প্রাপ্ত গার্জ্জেন, উক্ত নাবালিকার স্বামীর নাম মৃত রাজুলাল সাহা সাং গয়ানাথপুর ফরাক্কা ডিঃ সমসেরগঞ্জ।

সর্ব্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে জেলা মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাহেব বাহাদুরের অনুমতি ক্রমে উক্ত নাবালিকা এলোকেশী দাসীর তফসীলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তি আগামী ১৯২১। ১১ই জুন তারিখে বেলা ১২টার সময় অত্র আদালতের নাজির খানায় নিলামে বিক্রয় হইবে এবং ঐ নিলামে যাহার ডাক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উচ্চমূল্যে হইবে তাহাকেই নিলাম খরিদদার অবধারিত করা হইবে। নিলাম খতম হইবা মাত্র নিলাম খরিদদারকে সমস্ত টাকা এককালীন দিতে হইবে ইতি। ১৯। ৫। ২১

তপসীল সম্পত্তি।

১নং লাট জেলা মুর্শিদাবাদ মহকুমা জঙ্গিপুর থানা সমসেরগঞ্জ তরফ ফরাকবাদ মৌজে গোবিন্দরামপুর মধ্যে পিতম বারিক দং রাজু সাহার নামিয় ৩।৶৮ টাকা জমার অন্তঃগত ৪॥০ বিঘা।

২নং লাট। জেলা ইত্যাদি ঐ মৌজে রামভদ্রপুর মধ্যে ফকিরচন্দ্র সাহার দং রাজু সাহার নিষ্কর স্বত্ব ১২৴০ বিঘা।

Berhampur, Dist, Judge's court. The 19th May 1921	Sd. J. A. Ross. District Judge of Murshidabad.

—০—

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৮ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের অষ্টম বর্ষ।

—০—

এই মহার্ঘতার যুগে জন্ম লইয়া দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পালিত লইয়া "জঙ্গিপুর সংবাদ" আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বালক সংবাদ পত্র গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট বহু সেবা অপরাধে অপরাধী হইলেও ক্ষমার পাত্র। গ্রাহকগণের অনুগ্রহ ও ভগবানের করুণা দৃষ্টিই আমাদের ভরসা।

শোক সংবাদ।

—০—

আজ আমরা জঙ্গিপুর বাসীর নিকটে এক নিদারুণ সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইতেছি। জঙ্গিপুরের অধিকাংশ যুবকগণ এমন কি প্রৌঢ়গণও যাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার স্নেহ এই সুদীর্ঘ কালেও লোক হৃদয় হইতে অপসৃত হইবার নহে, যিনি ছাত্র ও পুত্রে কোন পার্থক্য ভাবিতেন না সেই উদারচেতা মহান্ হৃদয় শিক্ষকোচিত যাবতীয় গুণ-মণ্ডিত স্বনামধন্য জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ সরকার মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। গত ২৯শে বৈশাখ দিবাভাগে তাঁহার অগ্রজ সুচিকিৎসক পণ্ডিত রামদুর্লভ সরকার কবিরাজ মহাশয় পরলোকে গমন করায় তিনিও তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই জঙ্গিপুরে একত্র বাস করিতেন। এক মা বাপের স্নেহে প্রতিপালিত হইয়, একত্র শয়ন ভোজন ইত্যাদি অনেক সহোদরকেই করিতে দেখা যায় কিন্তু মরণে এমন সহোদর প্রীতি আমরা এই প্রথম দেখিলাম। বাঁকুড়া জেলার বাকুলিয়া পোষ্টাপিসের অন্তর্গত গোপালনগরের বিখ্যাত সরকার বংশের গৌরব দেশ বিখ্যাত। এই বংশে নিত্য আহারে দেড় মণ চাউল লাগে। আজ এক দিনেই এই বিশাল বংশের দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র পতন হইল। হেড মাষ্টার মহাশয় জঙ্গিপুরে প্রায় ২৫। ৩০ বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা করুণা সঞ্চিত ছিল। শিক্ষাদানে তাঁহার মত আর কেহ ছিলনা। এদেশে প্রবাদ ছিল যে ভোলানাথ বাবু পাশ করা মন্ত্র জানেন। তিনি জঙ্গিপুরে অবস্থান কালে কেবল শিক্ষকতা করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না সাধারণের হিতকর কার্য্যেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। তিনি বহুদিন যাবৎ জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। জঙ্গিপুর নানাবিধ কার্য্যে ভোলানাথ বাবুর নিকট ঋণী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিনী পরলোক গমন করিয়াছিলেন তদবধি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাঁহার দুইটী পুত্র শ্রীমান্ শশিশেখর সরকার ও শ্রীমান্ আশুতোষ সরকার দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার সুনাম রক্ষা করুন ভগবৎ সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা। শ্রীমান্দ্বয় আজ অন্নের কাঙ্গাল না হইলেও পিতৃ মাতৃ স্নেহের কাঙ্গাল হইলেন। আমরা তাঁহাদের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করি ও পরলোক গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

হরি সংকীর্ত্তন।

—০—

গত ১৪ই বৈশাখ লালগোলার নিকটবর্ত্তী সাহাবাজ গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন উপলক্ষে অত্যন্ত ধূমধাম হইয়া গিয়াছে! ৬০ সম্প্রদায় সংকীর্ত্তনের দল এক সঙ্গে হরিগুণ গান করিয়া গ্রামখানিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল! এই উৎসবে গ্রামখানিতে মেলা বসিয়াছিল। এতদুপলক্ষে বহুলোক জন ও কাঙ্গালী ভোজন করান হইয়াছিল। সাহাবাজ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ [illegible] প্রমুখ ব্যক্তিগণের এই সৎকর্ম্মের উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রসংশনীয়।

গত ২০শে বৈশাখ বহরমপুর নিবাসী অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচরণ সেন মহাশয়ের পরাণপুর গ্রামের তশীলদার শ্রীহৃষীকেশ রায়ের উদ্যোগে উক্ত পরাণপুর গ্রামে মহাসমারোহের সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন ও তদুপলক্ষে মেলা হইয়া গিয়াছে রাত্রিতে খুব আলা রোসনাই হইয়াছিল। পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে এই প্রকারই হরিসংকীর্ত্তন হইত। এক্ষণে এই অন্নবস্ত্রাভাবের যুগে সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে।

(উদ্ধৃত।)

সন্ন্যাসী না রাজকুমার?

—০—

দুই মাসের অনধিক কাল যাবৎ ক্ষীণতোয়া বুড়ী গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনকুবের রূপ বাবুর সুদৃশ্য হর্ম্ম্য নিকেতনের প্রান্তভাগে জনৈক সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি সেই সাধু সম্বন্ধে এক রহস্য পূর্ণ জনরব উঠিয়াছে যে, তিনি নাকি ভাওয়ালের স্বর্গীয় মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। এবিষয়ে আমরা নানারূপ গুজব শুনিতেছি। জনসাধারণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

আজ ১২ বৎসর পূর্ব্বে একবার ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার জীবিত আছেন বলিয়া একটা জনরব উঠিয়াছিল এবং সেই সময় ইহাও প্রকাশ পায় যে, তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন। সেখানে উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হন। তাঁহার শব সৎকার করিবার জন্য শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইলে নাকি প্রবল বেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। একে [illegible]কাল, তদুপরি প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি ও করকাপাতের দরুণ সেই মহাশ্মশানে শ্মশান-বন্ধুগণ সৎকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া, ঝড় থামিলে দাহ করিবেন ভাবিয়া, শ্মশানে শব রাখিয়াই প্রস্থান করেন। কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামিলে তাঁহারা পুনরায় শ্মশানে গিয়া শব দেখিতে পান নাই। ঘটনাক্রমে নাকি কোন এক মহাপুরুষ শ্মশানে উপস্থিত হইয়া সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে মৃত কুমারকে জীবিত করিয়া বলেন, তুমি পুনরায় গৃহে যাও। কিন্তু কুমার তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া ঐ মহাপুরুষের সঙ্গে চলিয়া যান।

প্রায় ১২ বৎসর পর জন্মভূমি দর্শন মানসে কুমার পুনরায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভাগিনেয়গণ কোন বিশিষ্ট কারণে সন্দিহান হইয়া সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালে লইয়া যান। সেখানে যাইয়া সন্ন্যাসী তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তৎপরে কনিষ্ঠা ভগিনী (ডাক নাম "মটর") আসিয়া প্রণাম করিলে, "মটর" কেমন আছ ইত্যাদি বলিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন। শরীরের নানারূপ বিশিষ্ট চিহ্ন দ্বারা এবং আরও বহু বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এই সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। জনরবে ইহাও প্রকাশ যে, সন্ন্যাসী ঘোড়া দৌড়াইতে, রাশ ধরিয়া গাড়ী চালাইতে এবং হাতীতে উঠিতে চিরাভ্যস্ত বলিয়া মনে হ[illegible]

সন্ন্যাসীর চালচলনে রাজবাড়ী যেন তাহার চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষার জন্য রাজবাড়ীর কোন গুপ্ত কক্ষে তাঁহার ভোজ্য দ্রব্য রাখিয়া বলা হয় যে, আপনার ভোজ্য দ্রব্য অমুক ঘরে আছে। অনায়াসে তিনি সে ঘরে যাইয়া আহার করিয়া আসেন। একদিন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য দিয়াছেন, তন্মধ্যে এক বাটী দুধের সরও দিয়াছিলেন। আহার করিতে বসিয়া সন্ন্যাসী দুধের সরই প্রথম আহার করেন। মধ্যমকুমার নাকি আহারের প্রারম্ভে ঐরূপ দুধের সর খাইতেন। ভাওয়ালের জনসাধারণ একবাক্যে বলিতেছেন ইনিই মধ্যম রাজকুমার। সহস্র সহস্র প্রজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজবাড়ীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, ইনিই মধ্যম রাজকুমার।

প্রথমতঃ সন্ন্যাসীকে তাঁহার আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি কোন উত্তর দেন নাই বা রাজকুমার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আজ কয়েক দিন হইল প্রজাগণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—আমি কারণ কিছুই জানিনা, গুরুদেব আদেশ করিয়াছেন তাই আসিয়াছি; জানিনা গুরুদেবের অভিপ্রায় কিরূপ। তাঁহার গুরুদেবের নাম নাগাবাবা ধর্ম্মদাস, এবং তাঁহার গুরুদেবের গুরু সচ্চিদানন্দ সরস্বতী; তাঁহারা নাকি শীঘ্রই ভাওয়ালে আগমন করিবেন। জনরবে ইহাও প্রকাশ যে, কুমারের মৃতদেহে যে সকল পরিচ্ছদ ও অঙ্গুরী ছিল, সচ্চিদানন্দ সরস্বতী তাহা সঙ্গে লইয়া আসিবেন। এস্থান হইতে ভাওয়ালে প্রত্যহ বহুলোক যাইয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতেছেন. উকীল, মোক্তার অনেকেই গিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট উকীল রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুর এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়দেবপুর গিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সন্ন্যাসীকে রাজকুমার বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু বলেন আমি বাল্যকালে ভাওয়ালে ছিলাম এবং কুমারের সহিত সর্ব্বদা মিলামিশি করিবার সুযোগ ছিল; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতেছি যে, এই মধ্যম রাজকুমার, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব. পুলিশ সাহেব, নবাব ষ্টেটের ম্যানেজার সাহেব (ভূতপূর্ব্ব ভাওয়ালের ম্যানেজার) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যাইয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মতামত এখনও জানা যায় নাই। কলিকাতা হইতে মধ্যম রাণী শীঘ্রই ভাওয়ালে আসিবেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি কি স্থির করেন, তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণ অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়াছেন। বর্দ্ধমান ও কুচবিহারের মহারাজ নাকি শীঘ্রই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য ভাওয়ালে আসিতেছেন। মধ্যম কুমারের সহিত তাঁহাদের খুব ভালবাসা ছিল, দার্জ্জিলিংএ অনেক সময় তাঁহারা একত্র অবস্থান করিতেন, তাই সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতেছেন। সন্ন্যাসী ইহাও জানাইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীদ্বয়ের শুভাগমন হইলে জনসাধারণের এক মহতী সভা হইবে। সে সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব পুলিশ সাহেব, কমিশনর সাহেব, এতদ্দেশের রাজা, মহারাজা. উকীল, মোক্তার, ভাওয়ালের আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবৃন্দ উপস্থিত থাকিবেন। সেই মহতী সভায় সর্ব্বসমক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। ঢাকা নগরীর হাটে, ঘাটে, মাঠে, ময়দানে, পার্কে, রাজপথে এবং প্রতি ঘরে ঘরে সর্ব্বত্র এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। এতৎসম্বন্ধে আরও অনেক রহস্যাত্মক ঘটনা জনশ্রুতিতে প্রকাশ—তাহা লিখিয়া পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা এবং পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, তাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। ঘটনাটী যে রহস্যপূর্ণ তাহার কোন সন্দেহ নাই। দিন দিন আরও যেন রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। জনরবের উপর নির্ভর করিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নয়, তাই আমরা এ বিষয়ে নীরব। তবে জনরব যদি সত্য হয় ও বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা যদি সত্য হয় এবং তাহা যদি কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ভাওয়ালের রাজসিংহাসনে রাজকুমারকে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে আমরা সুখী হইব। পরিশেষে একটা মহাজন বাক্য বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব—নহ্যমূলা জনশ্রুতিরিতি।

ঢাকাপ্রকাশ।

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি রক্ত, কফ ও প্রস্রাব আদি পরীক্ষা

করিয়া রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্‌সিন্ ও এণ্টিটক্সিন আদি ইনজেক্সন্ ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান ঃ—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—

বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বৈকালে—৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—

৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদি কষ্ট রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল!

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

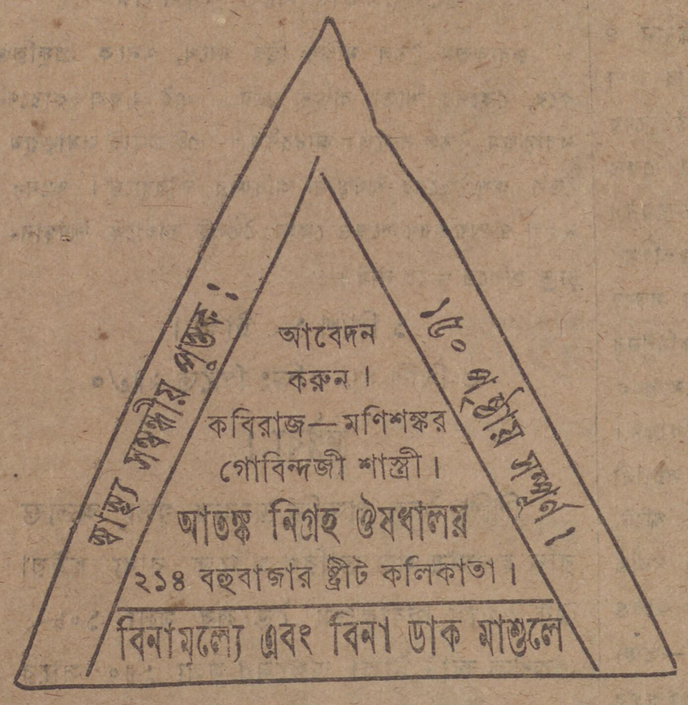

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ